যুগান্তর

তারিখ ... 10 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

ঢাবির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ধরে রাখার আহ্বান

৬৭ বছরে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

৬৭ বছরে পদার্পণ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার বিকালে পতাকা উত্তোলন, বেলুন উড্ডয়ন, কেক কাটা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে বরণ করে নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা। এ সময় সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোরে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ধরে রাখার আহ্বান জানান।

পরে সিনেট ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রকীব উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, সাবেক ভিসি ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম ফায়েজ, বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, সাংবাদিক নেতা মনজুরুল আহসান বুলবুল, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি একে আজাদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের মহাসচিব দেওয়ান রাশেদুল হাসান।

সভায় অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, রাজনৈতিক প্রয়োজনে হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয়করণ করা হয়ে থাকে কিন্তু আমি বলব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এমন যেন করা না হয়। অযোগ্যদের যেন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া না হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেধা তৈরির কারখানা। মেধাবী তৈরি করার স্থানগুলো মেধাবীদেরই ছেড়ে দেয়া উচিত। অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে আদর্শের পরিপূর্ণতা দিয়েছে। একটি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছে। দিয়েছে আত্মগৌরব।

অধ্যাপক ড. অধ্যাপক এসএম ফায়েজ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি সারা বিশ্বের জন্য একটি উদাহরণ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কখনোই প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি, হতে পারে না। আজকে যে পরীক্ষা হল, কেউ বলতে পারবে না এখানে কোনো জালিয়াতি হয়েছে।

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের ছাত্র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু সেই হিসেবে আমরা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগ নিলে অনেক কিছুই সম্ভব হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রকীব উদ্দীন আহমেদ বলেন, বর্তমানে শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক শুনি। কিন্তু শিক্ষকদের মর্যাদা সবার ওপরে। এটা প্রোটোকলের বিষয় নয়। হয়তোবা কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়েছেন। সভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।